ছেলেদের স্কুলে পাঠানোর স্বপ্ন
পাহাড় কেটে রাস্তা বানালেন ‘পর্বতমানব’

ফুলবনি (ওডিশা), ১১ জানুয়ারি ঃ ফের এক পর্বতমানবের দেখা মিলল। এবার ওডিশায়। নাম তাঁর জলন্ধর নায়েক। ফুলবনির পাহাড় ঘেরা এক ছোট্টগাঁয়ে থাকে একটিমাত্র পরিবার। বছর ৪৫–এর জলন্ধরের সেই গ্রামে আজ অবধি জল, বিদ্যুৎ সহ সরকারি কোনো পরিসেবাই পৌঁছোয়নি। তাই স্কুলের চৌকাঠ পেরোনো হয়নি জলন্ধর নায়েকের। কিন্তু সবজি বিক্রেতা নায়েকের বড়ো সাধ ছেলে তিনটে যেন পড়াশোনা করতে পারে। তাই সকালসন্ধ্যা আলু,পটল, ঝিঙে, মুলোর বিকিকিনির পর যা কিছু সামান্য সময় তা দেন ওই পাহাড়েই। নইলে ছেলেদের শহরের স্কুলে যেতে বড়ো সমস্যা হবে। তাই বছর দুয়েক আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজেই পাহাড় কেটে তৈরি করবেন ১৫ কিলোমিটার রাস্তা। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রোজ অন্তত আধঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাহাড় ভাঙেন। ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা। আগামী দুবছরে তাঁর লক্ষ্য আরও ৭ কিলোমিটার রাস্তা বানানো।

এতদিন নির্বিঘ্নেই চলছিল সরকারি জমি খোদাই করে স্বপ্ন পূরণের কাজ। জানতে পারেনি বাইরের পৃথিবী। হঠাৎই স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কাহিনি। খবর যায় কালেক্টরের কাছে। শেষ পর্যন্ত সরকারের তরফে তাঁকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেওয়া হবে তাঁর পারিশ্রমিকও। কালেক্টর ব্রুন্ধা ডি বলেন, ‘জলন্ধর নায়েকের প্রচেষ্টা ও সংকল্প অসাধারণ। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানোর এই দুর্ভেদ্য মানসিকতায় আমি অভিভূত। তিনি এযাবৎ যতদিন কাজ করেছেন তার সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের আওতায় তাঁকে দেওয়া হবে। এমনকি ফুলবনির বিডিওকে জলন্ধরের বাকি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কন্ধমল উৎসবে জলন্ধরকে সংবর্ধনা জানানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।’ এই সরকারি সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত জলন্ধর নায়েক। কালেক্টর সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নিজের কাজের স্বীকৃতি মেলার জন্য।

পাস নম্বর কমছে আইসিএসই–আইএসসিতে

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ আগামী বছর থেকে নয়। এবছর থেকেই পাস নম্বর কমতে চলেছে কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশন বা সিআইএসসিইর। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় (আইসিএসই) ৩৩ শতাংশ নম্বর পেলেই পাস করবে পড়ুয়ারা। আগে পাস করতে হলে ন্যূনতম ৩৫ শতাংশ নম্বর পেতে হত। অপরদিকে আইএসসি বা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৩৫ শতাংশ নম্বর পেলেই পাস করবে পরীক্ষার্থীরা। আগে যেটা ছিল ৪০ শতাংশ। এর ফলে আগের তুলনায় পাসের হার অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বোর্ডের চিফ এগ্‌জিকিউটিভ তথা সেক্রেটারি জেরি আরাথুন চিঠি দিয়ে সমস্ত সিআইএসসিইর অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন। পাস নম্বর কমানোর পাশাপাশি আইএসসির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে পরীক্ষার দিনই। পরীক্ষাকেন্দ্রে বসে ভিজিটিং এগজামিনারই এই কাজটি করবেন। আগে কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কেন্দ্রে বসে এই কাজটি করা হত। এবার সরাসরি পরীক্ষার পর প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এবছর আইসিএসই পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলবে আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত। অপরদিকে আইএসসি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। সিআইএসসিইর পাশাপাশি পরীক্ষাসূচি ঘোষণা করেছে সিবিএসই–ও। আগামী ৫ মার্চ থেকে সিবিএসইর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। দশম শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ৪ এপ্রিল এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হবে ১২ এপ্রিল।

বারো ক্লাসেও বাজিমাত আফজল–পুত্র গালিবের

শ্রীনগর, ১১ জানুয়ারি ঃ মাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছিল আফজল গুরুর ছেলে গালিব আফজল গুরু। এবার বারো ক্লাসের পরীক্ষাতেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সে পেয়েছে ৮৮ শতাংশ নম্বর। আজ সকালে জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট বোর্ড অফ স্কুল এডুকেশন ফল প্রকাশ করে। পরীক্ষার ফলে ৫০০–র মধ্যে গালিবের প্রাপ্ত নম্বর ৪৪১। পরিবেশ বিজ্ঞানে ৯৪, রসায়নে ৮৯, বায়োলজিতে ৮৫ এবং জেনারেল ইংলিশে ৮৬। উল্লেখ্য, দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষায় মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছিল ৪৭৪ নম্বর। মাধ্যমিক পাস করার পর গালিব বলেছিল, বড়ো হয়ে সে ডাক্তার হতে চায়। বলেছিল, ‘বাবা–মায়ের স্বপ্ন আমি ডাক্তার হই। সেই স্বপ্নপূরণের চেষ্টা করব।’ ঘটনাচক্রে আফজল গুরুও ডাক্তারি পড়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথেই তিনি পড়া ছেড়ে দেন। ২০০১–এ সংসদ চত্বরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় যোগসাজশের অপরাধে দোষী আফজলের ২০১৩–য় ফাঁসি হয়। আফজল গ্রেফতার হওয়ার সময় গালিবের বয়স ছিল মাত্র ২ বছর। এদিন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরই সোশ্যাল নেটওয়ার্কে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছে সতেরো বছরের কিশোর। তাকে চাক্ষুষ করতে এবং অভিনন্দন জানাতে উৎসাহী মানুষের ঢল নামে গালিবদের বারামুলা জেলার সোপোরের বাড়িতে। এমনকি টুইটারে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের কার্যকরী সভাপতি ওমর আবদুল্লা লেখেন, ‘দারুণ নম্বর পেয়ে বারো ক্লাসের পরীক্ষায় পাস করে গালিব প্রমাণ করে দিল, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কীভাবে অসাধ্য সাধন করা যায়। কৃতী ছাত্র গালিব পথ দেখাল নয়াপ্রজন্মকে। ভবিষ্যতে ও আরও বড়ো সাফল্য পাবে, এই আশা রাখছি। জীবনে বড়ো হও, আলোর দীপ্তি ছড়াও।’

গ্রিন কার্ড বাড়াতে বিল

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি ঃ বহিরাগত পেশাদার কর্মীদের ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে অভিবাসন নীতি তৈরি করতে নতুন খসড়া বিল পেশ করা হয়েছে মার্কিন সংসদের প্রতিনিধিসভায়। বিদেশি পেশাদারদের জন্য যাতে আরও বেশি সংখ্যায় গ্রিন কার্ডের ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য ওই নয়া বিল আনা হয়েছে। ‘সিকিওরিং আমেরিকা’জ ফিউচার অ্যাক্ট’ শীর্ষক ওই বিল পাস হলে বর্তমানের চেয়ে ৪৫ শতাংশ বেশি গ্রিন কার্ড বণ্টন করার ক্ষমতা পাবে সংশ্লিষ্ট মার্কিন প্রশাসন। সংসদের নিম্নকক্ষে পাস হলে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমতি মিললে এই আইন সুবিধা করে দেবে কয়েক লক্ষ ভারতীয় পেশাদারের। বর্তমান আইনে বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার আবেদনকারীকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত আইন চালু হলে সেই সংখ্যাটি বেড়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার হবে।

বাতিল নোট সরানো হয়নি তাই কয়েন রাখার জায়গা নেই

খুচরো উৎপাদন বন্ধ করছে রিজার্ভ ব্যাংক

বিমুদ্রাকরণের ফলে যে পরিমাণ ৫০০ এবং ১০০০ টাকার বাতিল নোট রিজার্ভ ব্যাংকের ঘরে ঢুকেছে তা এখনও সরানো যায়নি পুরোপুরি। ফলে, ব্যাংকগুলি কয়েন নিলে সেই কয়েন ঘুরে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছেই আসবে।

কলকাতা ও মুম্বই, ১১ জানুয়ারি ঃ দেশে বিমুদ্রাকরণের পর ১৪ মাস কেটে গিয়েছে। নোট সংকট কাটলেও নতুন সংকট তৈরি করেছে কয়েন। আর সেই সংকট ঠিক কতটা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। বাজারে এখন কয়েনের জোগান যে, কেউই আর কয়েন নিতে চাইছে না। এমনকি ব্যাংকগুলিও গ্রাহকদের কাছ থেকে কয়েন নিতে গড়িমসি করছে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে কয়েন নিতে বাধ্য। এ নিয়ে প্রচুর হইচই হলেও অদ্ভুতভাবে কার্যত নীরব রয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। ব্যাংকগুলিকে কয়েন নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা এখনও কড়া নির্দেশ জারি করেনি, মুখ ফুটে তার কারণও জানায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাংকের ঘরেই কয়েন রাখার জায়গা নেই। কারণ, বিমুদ্রাকরণের ফলে যে পরিমাণ ৫০০ এবং ১০০০ টাকার বাতিল নোট রিজার্ভ ব্যাংকের ঘরে ঢুকেছে তা এখনও সরানো যায়নি পুরোপুরি। ফলে, ব্যাংকগুলি কয়েন নিলে সেই কয়েন ঘুরে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছেই আসবে। রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। তাই রিজার্ভ ব্যাংক সেই বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে ব্যাংকগুলির কয়েন নেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারছে না। ব্যাংকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অফিসারের কাছ থেকেই এমন তথ্য জানা গিয়েছে।

বিমুদ্রাকরণ যে সমস্যা তৈরি করেছে তার জের গড়াচ্ছে অন্যত্রও। সাধারণভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন টাঁকশালে নিয়মিত কাগজের নোট ছাপা এবং কয়েন তৈরি হতে থাকে। কিন্তু বাজারে অত্যধিক জোগান এবং তার ফলে উদ্ভূত সমস্যার জেরে টাঁকশাল থেকেও খুচরো বাইরে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কয়েন পড়ে থেকে জমছে টাঁকশালেই। তাই একাধিক টাঁকশালে খুচরো কয়েন উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাতিল নোটে নিজেদেরই ভল্ট ভরতি থাকায় রিজার্ভ ব্যাংকও টাঁকশাল থেকে কয়েন সেভাবে আনতে পারছে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সিকিয়োরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (এসপিএমসিআইএল)–এর অধীনে মুম্বই, নয়ডা, কলকাতা এবং হায়দরাবাদে চারটি টাঁকশাল রয়েছে। এর মধ্যে মুম্বই এবং নয়ডার টাঁকশালে কয়েন তৈরি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের টাঁকশালের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বুধবার জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসপিএমসিআইএল–এর নির্দেশিকা অনুযায়ী অবিলম্বে কয়েন তৈরি করা বন্ধ করে দিতে হবে। তবে তার জন্য বাজারে নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে না। সূত্র অনুযায়ী, গত বছরের ২৪ নভেম্বর এক, দুই, পাঁচ এবং ১০ টাকার কয়েন মিলিয়ে মোট ৬৭৬ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে ছিল।

রিজার্ভ ব্যাংকের ভল্টে বাতিল হওয়া নোট এখনও পড়ে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে, সেসব এখনও গোনা পুরোপুরি শেষ হয়নি। মুম্বই টাঁকশালের কর্মীদের এক নির্দেশিকায় ৯ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওভারটাইম বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে, নয়ডার টাঁকশালে ২৫৩ কোটি টাকা মূল্যের কয়েন পড়ে রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক না নেওয়ায় সেগুলি জমে থাকছে। রিজার্ভ ব্যাংকের ২০১৬–১৭ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই আর্থিক বছরে কয়েনের লেনদেন বেড়েছে ১৪.৭ শতাংশ। এছাড়া কয়েনের সামগ্রিক লেনদেন বেড়েছে ৮.৫ শতাংশ। এর মধ্যে এক টাকা এবং দুই টাকা রয়েছে ৬৯.২ শতাংশ। বাজারের মূল্যমানের হিসেবে তা ৪৪.৮ শতাংশ। নীতিগতভাবে রিজার্ভ ব্যাংক চাইছে ছোটো মূল্যমানের নোটের চেয়ে মানুষ কয়েন বেশি ব্যবহার করুক। কারণ, কাগজের নোটের চেয়ে ধাতুর তৈরি কয়েন অনেক বেশি টেকসই।

বাড়তে পারে ন্যূনতম মাসিক পেনশন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ লোকসভা ভোটের আগে সামাজিক সুরক্ষার উপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম মাসিক পেনশন এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ কিংবা সাড়ে সাত হাজার টাকা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। আসন্ন বাজেটে এব্যাপারে বরাদ্দ বাড়াতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। যদি সত্যিই ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধি পায় তাহলে সারাদেশে অন্তত ৬০ লক্ষ পেনশনভোগীর মুখে হাসি ফুটবে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠনের একটি সূত্র জানিয়েছে, ১৯৯৫ সালে তৈরি এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম বা ইপিএস–৯৫–এর আওতায় যে সমস্ত পেনশনভোগী রয়েছেন তাঁরা এই সুবিধা পাবেন। প্রায় ৪০ লক্ষ পেনশনভোগী মাসে দেড় হাজার টাকার কম পেনশন পান। বর্তমান অগ্নিমূল্যের বাজারে যা অত্যন্ত সঙ্গতিহীন বলে জানিয়েছেন শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতারা। গত ৬ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ইপিএস–৯৫ পেনশনার্স সংঘর্ষ সমিতির একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ারের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল। ওই বৈঠকে ন্যূনতম পেনশন বাড়ানোর দাবি জানায় প্রতিনিধি দল। শ্রমমন্ত্রী জানান, পেনশন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে কথা বলবেন। গত ৫ জানুয়ারি শ্রম সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির বৈঠকেও পেনশন বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, পেনশন খাতে বর্তমানে কেন্দ্রের হাতে ৩ লক্ষ কোটি টাকা রয়েছে। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অবশ্য ন্যূনতম পেনশন বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করার দাবি জানায়। এদিকে আয়করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে জেটলি যখন সওয়াল করছেন তখন চাকুরিজীবীদের কাছ থেকে আয়কর নেওয়া ঠিক নয় বলে জানাল সংঘ পরিবারের শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্রীজেশ উপাধ্যায় বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা যেটা আয় করেন তার উপর কর বসানো উচিত। কিন্তু চাকুরিজীবীদের আয়করের সীমার মধ্যে আনা উচিত নয়।’

লালুর জেল কাণ্ড নিয়ে তদন্তের নির্দেশ

লখনউ, ১১ জানুয়ারি ঃ পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার রায় যাতে লালুপ্রসাদের পক্ষে যায়, তার জন্য জালৌনের জেলাশাসক ও সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সিবিআই আদালতের বিচারক শিবপাল সিংকে ফোন করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আরজেডি সুপ্রিমোকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠায়, তা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পশুখাদ্য মামলায় সাড়ে তিন বছরের জেল হয়েছে লালুপ্রসাদের। মামলা চলাকালীন গত ৪ জানুয়ারি সিবিআই আদালতের বিচারক লালুপ্রসাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনার নামে প্রচুর ফোন পাচ্ছি।’ লালুপ্রসাদ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও তাঁকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয় বলে জানিয়েছিলেন সিবিআই বিচারক শিবপাল সিং। কারা তাঁকে ফোন করেছিলেন, বিচারক তা না বললেও অভিযোগ ওঠে জালৌনের জেলাশাসক ও সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে। যদিও জেলাশাসক মান্নান আখতার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি কোনোদিনই সিবিআই বিচারককে ফোন করেননি। লালুপ্রসাদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ নেই বলে দাবি করেন মান্নান। এদিকে, লালুপ্রসাদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তাঁকে যেন হাজারিবাগের মুক্ত কারাগারে পাঠানো না হয়।

বর্ণিকা কাণ্ডে জামিন অভিযুক্তের

চণ্ডীগড়, ১১ জানুয়ারি ঃ হরিয়ানার ‘পিছু ধাওয়া’ মামলায় অভিযুক্ত রাজ্য বিজেপি সভাপতির ছেলে বিকাশ বরালাকে জামিন দিল পঞ্জাব–হরিয়ানা হাইকোর্ট। টানা পাঁচ মাস জেল খাটার পর বৃহস্পতিবার জামিন মঞ্জুর করা হয় রাজ্য বিজেপির শীর্ষনেতা সুভাষ বরালার ছেলেকে। পাঁচ মাস আগে এক রাতে গাড়ি নিয়ে চণ্ডীগড়ের রাস্তায় এক আইএএস আধিকারিকের মেয়ের পিছু ধাওয়া করেছিলেন চণ্ডীগড় বিজেপি সভাপতির ছেলে বিকাশ ও তার এক বন্ধু। এই ঘটনায় প্রথমে পুলিশ বিকাশকে গ্রেফতার করলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দেয়। এর পরই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়। সমালোচনার মুখে নড়েচড়ে বসে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ। এ দিন সেই মামলায় বিকাশকে জামিন দেন বিচারক লিসা গিল।

আইনজীবী থেকে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ইন্দু মালহোত্রাকে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করার সুপারিশ করেছে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন কলেজিয়াম। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই সুপারিশ মেনে নেয়, তাহলে ইন্দুদেবী হবেন প্রথম মহিলা আইনজীবী যিনি সরাসরি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি পদে বসবেন। বর্তমানে শীর্ষ আদালতের ২৫ জন বিচারপতির মধ্যে মহিলা বিচারপতি রয়েছেন মাত্র একজন বিচারপতি আর ভানুমতী। ১৯৮৯ সালে ফতিমা বিবি সুপ্রিমকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি হয়েছিলেন। এদিন ইন্দু মালহোত্রা ছাড়াও উত্তরাখণ্ডের প্রধান বিচারপতি কেএম জোশেফের নামও সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছে কলেজিয়াম। ২০১৬ সালে উত্তরাখণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

আধার তরজা অব্যাহত

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ আধার নিয়ে বিতর্ক মিটতেই চাইছে না। প্রতিদিনই ১২ সংখ্যার এই বায়োমেট্রিক কার্ডটিকে ঘিরে তরজা চলছেই। জনসাধারণের বিড়ম্বনার অপর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে আধার। নাগরিকদের আধার তথ্য সুরক্ষার জন্য বুধবার ১৬ সংখ্যার ভার্চুয়াল আইডি আনার কথা জানায় ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা ইউআইডিএআই। আধার কর্তৃপক্ষ জানায়, ১২ সংখ্যার আধার নম্বরের বদলে এবার থেকে মোবাইল নম্বর সহ সমস্ত ক্ষেত্রে এই ভার্চুয়াল আইডি ব্যবহার করা যাবে। আধার কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। বৃহস্পতিবার টুইটারে তিনি জানান, ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়েই গিয়েছে। এখন এই ধরনের ভার্চুয়াল আইডি তৈরি করে আধার তথ্য সুরক্ষিত করা অর্থহীন। চিদম্বরমের অভিযোগ, বাধ্যবাধকতার ঠেলায় লক্ষ লক্ষ নাগরিক ইতিমধ্যেই তাঁদের আধার তথ্য ব্যাংক, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি ক্ষেত্রে জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এখন নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা লাগু করে লাভ কী?

চিদম্বরম বিরোধিতা করলেও আধার তথ্যভাণ্ডার সুরক্ষিত রয়েছে বলে আজ ফের দাবি করেছেন ইনফোসিস কর্তা তথা ইউআইডিএআইয়ের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানি। তাঁর অভিযোগ, আধারের বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক প্রচার চালানো হচ্ছে। নিলেকানির দাবি, ‘আধার পুরোপুরি নিরাপদ। একগুচ্ছ নিরাপত্তাস্তর রয়েছে এর। কাজেই সেগুলি টপকে আধার তথ্য ফাঁস করা সম্ভব নয়। আধার কার্ড থাকছে। এটা সবাইকে মানতে হবে।’ নিলেকানি জানান, ১১৯ কোটি মানুষের আধার রয়েছে। বহু মানুষ বিভিন্ন পরিসেবার সঙ্গে আধার সংযুক্ত করে ফেলেছেন। প্রায় ৯৫ হাজার কোটি টাকা এর মাধ্যমে ভরতুকি বাবদ যাচ্ছে মানুষের হাতে। সুপ্রিমকোর্টও আধার কার্ডকে বহাল রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন নিলেকানি। এদিকে এয়ারটেল গ্রাহকদের আধার তথ্য রি–ভেরিফিকেশনের সময়সীমা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়েছে ইউআইডিএআই। এর আগে এই সময়সীমা ছিল ১০ জানুয়ারি। কিন্তু গ্রাহকদের আধার তথ্য হাতিয়ে সংস্থার পেমেন্টস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে কোটি কোটি টাকা জমা করার অভিযোগ সামনে আসতেই এয়ারটেলের রি–ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেয় ইউআইডিএআই। গত মাসে সংস্থার তরফে ১৩৮ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বেশ কিছু শর্তের বিনিময়ে গতকাল পর্যন্ত এয়ারটেল গ্রাহকদের আধার তথ্য নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ইউআইডিএআই। তবে এয়ারটেলকে ছাড় দেওয়া হলেও সংস্থার পেমেন্টস ব্যাংককে এখনও সেই সুবিধা দেয়নি আধার কর্তৃপক্ষ। তদন্ত পুরোপুরি শেষ হওয়া পর্যন্ত এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাংক গ্রাহকদের থেকে ই–কেওয়াইসি বাবদ আধার তথ্য নিতে পারবে না বলে জানিয়েছে ইউআইডিএআই।

বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ নোট বাতিলের পর থেকে প্রোহিবিশন অফ বেনামি প্রপার্টি ট্রানজাকশন আইনে ৯০০টিরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আর তাতে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আয়কর দপ্তর। এই তালিকায় জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, দোকান, অলংকার এমনকি বিভিন্ন ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটও রয়েছে। তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে সাতবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে। গতবছর মে মাসে সারা দেশে মোট ২৪টি বেনামি প্রোহিবিশন ইউনিট বা বিপিইউ তৈরি করেছে আয়কর দপ্তর। বেনামি লেনদেন ও কালো টাকার বিরুদ্ধে আগামী দিনে অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে আয়কর দপ্তর জানিয়েছে।

তিন তালাক বিল নিয়ে অর্ডিন্যান্স

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ তিন তালাক বিল কার্যকর করতে অর্ডিন্যান্স আনার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়া আরও একটি উপায়ে বিলটি পাস করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। তা হল, সংসদের বাজেট অধিবেশনের ফাঁকে যুগ্ম অধিবেশন বসিয়ে বিলটি পাস করানো। গত শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সহজেই তিন তালাক বিল পাস করিয়ে নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু রাজ্যসভায় সংখ্যাধিক্য না থাকায় বিরোধীদের বাধার ফলে আটকে যায় বিলটি। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল সহ এনডিএর সহযোগী দল তেলুগু দেশম পার্টিও বিলটির বিরোধিতা করে। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনি প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিন তালাক বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতিমতো গত শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি পেশ করেন তিনি।

অল্পের জন্য রক্ষা ফড়নবিশ, গড়করির

নাগপুর, ১১ জানুয়ারি ঃ আবারও হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তাঁর সফরসঙ্গী কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিও। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠান সেরে ভায়ান্ডারে অপর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দুপুর একটা নাগাদ তাঁদের হেলিকপ্টার স্থানীয় একটি স্কুলের মাঠে নামার কথা ছিল। হেলিকপ্টারটি অবতরণের সময় চালক দেখতে পান তার ঝুলে রয়েছে। তখন চালক হেলিকপ্টার অন্যত্র অবতরণ করেন। এই ঘটনায় এক গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ভায়ান্ডারের অনুষ্ঠানটি মিটে যাওয়ার পর ফড়নবিশ ও গড়করি গাড়িতে করে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এর আগে গতবছর তিনবার বড়োসড়ো হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যান মুখ্যমন্ত্রী।

ABRIDGED TENDER NOTICE

Notice Inviting Tender No. 7 (M) of 2017-18 of Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, Siliguri.

Sealed Tenders in prescribed form are invited from Bonafide Outsiders having credential of execution of similar nature of work within the last 5 (five) years by Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division for execution of 10 (ten) nos. work.

Note :

i) Last date of application for purchase of Tender Paper : 16/01/2018 (upto 04:00 P.M.)
ii) Last date for issue of Tender Documents : 17/01/2018 (upto 04:00 P.M.)
iii) Last date & time for dropping of Tender Paper : 19/01/2018 (upto 03:00 P.M.)
iv) Date & time of opening of Tender Paper : 19/01/2018 (upto 03:30 P.M.)

Other details in connection with this N.I.T. may be seen from the Office of the undersigned on any working day during office hours.

Sd/- Executive Engineer
Siliguri Irrigation Division
26, Nabinsen Road, Mahanandapara
P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling.

CANCELLATION NOTICE

It is notified for information of all concerned that the recruitment to the post of Hockey **(Employment Notice No. 01/2017, Sl. No. V)** published in the leading Newspaper and in our official website on **28-10-2017** and in Employment News on **11-11-2017** has been cancelled due to Administrative reasons.

Asstt. Personnel Officer (Recruitment)
N.F. Railway, Maligaon

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY
Serving Customers With A Smile

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ আজ যেকোনো কাজে সফলতা আসবে। আটকে থাকা কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু করে দিতে পারেন। অবিবাহিতদের বিবাহ স্থির হতে পারে। **বৃষ ঃ** কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সুযোগ। পূর্বের কোনো কাজের জন্য আজ অনুশোচনা। মা ও বাবার পরামর্শ মেনে নিলে সমস্যার সমাধান। **মিথুন ঃ** কোনো বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সংগীত ও অভিনয় শিল্পী হলে নতুন সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক স্থায়ী হবে। **কর্কট ঃ** কোনো কারণেই দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগে যাওয়া ঠিক হবে না। গৃহ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ। **সিংহ ঃ** ব্যবসায় বাড়তি আয়। সংসারের ছোট্ট সদস্যটির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ। ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হলে কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হবেন। প্রেমে শুভ। **কন্যা ঃ** দূরের কোনো বন্ধুর দ্বারা কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সুযোগ। সামান্য কারণে আজ উত্তেজিত হয়ে কাজ নষ্ট। **তুলা ঃ** কোনো মূল্যবান সম্পদ লাভের আশা। হঠাৎ পুরোনো বন্ধুত্ব ফিরে পেয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক ঃ** পথে সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। সন্তানের আবদারে অপব্যয়। বিদেশে বাসরত স্বজন পাঠাতে পারেন উপহার সামগ্রী। **ধনু ঃ** দূরভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কিছু পাওয়ার জন্য অযথা চিত্তচাঞ্চল্য এবং অসাধু পথে চলার ইচ্ছা। নিজেকে নিয়ে উদ্‌বেগ ত্যাগ করুন। **মকর ঃ** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধ বাড়বে। দাম্পত্যে শান্তি বিরাজ করবে। গৃহে অতিথি সমাগমে আনন্দ। **কুম্ভ ঃ** অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে অহেতুক মতানৈক্য। অতিভোজনে সমস্যা হবে। সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি। **মীন ঃ** ব্যবসায় অর্থাগম হবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনাটি নিয়ে আপনার বাস্তব চিন্তাভাবনা প্রশংসিত হবে। প্রেমে সামান্য সমস্যা।

দিনপঞ্জি

গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার ইং ১২ জানুয়ারি, ২৭ পৌষ, মুং ২৪ রবিঃসানি, ফঃ ১০ মাঘ, সম্বৎ ১১ মাঘ বদি। ধনু দং ৪।৪৫।৪৩ থেকে উদয় মিথুন ৫।৬।৫ বিঃ থেকে অস্ত। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৪।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫।১০। একাদশী রাত্রি ঘ১১।২২।৩৮। বিশাখানক্ষত্র ঘ১০।৯।৪৭। শূলযোগ ঘ৮।৩১।৫৮। ববকরণ ঘ১০।৪৩।২ থেকে বালবকরণ রাত্রি ঘ১১।২২।৩৮ থেকে কৌলবকরণ। পূর্ব্বদিনের রাশির চন্দ্রশুদ্ধ। পূর্ব্বদিনের নক্ষত্রের ও ঘ১০।৯।৪৭ থেগকে ১।৩।৫।৭।৯। ১০।১২।১৪।১৬। ১৮।১৯।২১।২৩।২৫।২৭ নক্ষত্রের তারাশুদ্ধ। জন্মে–বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, ঘ১০।৯।৪৭ থেকে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে–দ্বিপাদদোষ, ঘ১০।৯।৪৭ থেকে দোষানাস্তি, রাত্রি ঘ১১।২২।৩৮ থেকে পাদদোষ। অগ্নিকোণে যোগিনী, রাত্রি ঘ১১।২২।৩৮ থেকে নৈর্ঋতে। কালবেলা ঘ১০।২৪।৩৩ থেকে ১১।৪৪।৪০ সেঃ মধ্যে। বারবেলা ঘ৯।৪।২৫ থেকে ১০।২৪।৩৩ সেঃ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ৮।২৪।৫৫ থেকে ১০।৪।৪৪ সেঃ মধ্যে। রাত্রি ঘ১১।২২।৩৮ সেঃ মধ্যে শিম পরে পুঁইশাক অভক্ষ্য। যাত্রা–যাত্রা নাস্তি নক্ষত্রদোষ সিদ্ধিযোগ মাত্র, ঘ১০।৯।৪৭ থেকে নক্ষত্রামৃতযোগ বিষদোষ, রাত্রি ঘ১১।২২।৩৮ থেকে পাপযোগদোষ। শুভকর্ম–ঘ৮।৩১।৫৮ সেঃ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান গবাদিক্রয়বিক্রয়, ঘ৮।৩১।৫৮ সেঃ ম্ধেয় পুনঃ ঘ১১।৪৪।৪০ থেকে নববস্ত্রপরিধান পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন ব–ক্ষাদিরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়, ঘ১১।৪৪।৪০ থেকে মুখ্যনামকরণ দেবতাগঠন নৌকাগঠন ক্রয়বাণিজ্য ঔষধকরণ ঔষধসেবন শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন শিল্পারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ–একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর (ষাটতিলা) উপবাস। ভগবৎভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস, পূজা ও কথামৃত পাঠ। অমৃতযোগ–দিবা ঘ৭।৬।৫৪ সেঃ মধ্যে ও ঘ৭।৪৯।৩৮ থেকে ৯।৫৭।৫০ সেঃ মধ্যে ও ঘ১২।৬।২ থেকে ২।৫৬।৫৮ সেঃ মধ্যে ও ঘ ৩।৩৯।৪২ থেকে ৫।৫।১০ সেঃ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ৫।৫৮।২৬ থেকে ৯।৩১।৩০ সেঃ মধ্যে ও ঘ১২।১১।১৮ থেকে ৩।৪৪।২২ সেঃ মধ্যে ও ঘ৪।৩৭।৩৮ থেকে ৬।২৪।১৮ সেঃ মধ্যে।